www.banglainternet.com

represents

ISWAR CHANDRA

Niti-Bodh

নীতিবোধ

'নীতিবোধ' পুস্তকটি রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত ও তাঁহারই নামে প্রচারিত। তাঁর লিখিত "বিজ্ঞাপন" হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, ঐ পুস্তকের প্রথম সাতটি প্রস্তাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত। এই সাক্ষ্য মানিয়া লইয়া আমরা 'নীতিবোধে'র ঐ সাতটি প্রস্তাব 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী'র অন্তর্ভুক্ত করলাম। এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" পুস্তকের রচনা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"রবর্ট ও উইলিয়ম চেম্বর্স, বালকদিগের নীতিজ্ঞানার্থে ইংরেজি ভাষায় মারাল্ ক্লাস্ বুক্ নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন এই নীতিবোধ তাহার সারাংশ সঙ্কলিত হইল; ঐ পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে।"

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষ্যটিও নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

"পরিশেষে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্বক অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, সচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ সে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা।"

banglainternet.com

পশুগণের প্রতি ব্যবহার

এই ভূমণ্ডলে এবং বিধ বহু ক্ষুদ্র জীব জন্তু আছে যে, তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করে না। কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবত এমন নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় ও উহাদিগকে প্রাণবধ করে। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম করা কদাচ উচিত নহে, কারণ অকারণে কোন প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম। যদি কখন আমরা কোন দুর্বল প্রাণীকে যাতনা দিতে অথবা তাহার প্রাণহিংসা করিতে উদ্যত হই, তৎকালে আমাদিগের এই বিবেচনা করা আবশ্যক, কোন প্রবল প্রাণী আমাদিগের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিলে আমরা কি মনে করি।

যদি আমরা আমোদ বা কার্য্যসৌকর্য্যার্থে অশ্ব অথবা অন্য কোন জন্তু পুষি, তবে ঐ পোষিত জন্তুকে পর্য্যাপ্ত ভোজন দেওয়া, উপযুক্ত স্থানে রাখা এবং সাধ্যাতীত কর্ম্ম না করান আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিতে হইবেক। অশ্ব অত্যন্ত বার্দ্ধক্য, সাতিশয় ক্লান্তি অথবা অত্যল্প আহারপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে দুর্বল হইয়া দ্রুত গমনে অক্ষম হইলে, তাহাকে কশাঘাত করা অতি নির্দ্দয় ও নির্লজ্জের কর্ম্ম।

পরিবারের প্রতি ব্যবহার

আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারবর্গের প্রতি সদা সদয় ও অনুকূল হওয়া উচিত। দেখ, যখন আমরা নিতান্ত শিশু ও একান্ত নিরুপায় ছিলাম, পিতা-মাতা আমাদিগকে খাওইয়া মানুষ করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিমিত্ত কত যত্ন, কত পরিশ্রম ও কতই বা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ফলত তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশী অনুকম্পা ও তাদৃশ স্নেহ না থাকিলে, আমরা কোন্ কালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতাম। অতএব তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া, তাঁহাদিগকে স্নেহ ও ভক্তি করা, সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা ও সাধ্যানুসারে তাহাদিগের মঙ্গলচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করা আমাদিগের প্রধান ধর্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম। যদি আমরা তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা ও আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে পুত্রের কর্ম করা হয় না।

ভ্রাতৃবর্গ ও ভগিনীগণ এক জননীর গর্ভে উৎপন্ন ও এক পিতা-মাতার স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত। তাহাদের জন্মাবধি একত্র শয়ন, একত্র ভোজন ও একত্র উপবেশন; এই নিমিত্ত সকলে আশা করে, তাহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব সম্পন্ন হইবেক। তাহারা এরূপ হইলে, লোকে তাহাদিগকে সুশীল ও সদাশয় বোধ করে; সুতরাং তাহারা সকলে অনুরাগভাজন হয়। কিন্তু এরূপ না হইয়া, যদি তাহারা পরস্পর বিরোধ ও কলহ করে, লোকে তাহাদের এবং বিধ অনৈসর্গিক ব্যবহার দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের সহিত আলাপ পরিত্যাগ করে। ভ্রাতৃবর্গের ও ভগিনীগণের পরস্পর প্রণয় থাকিলে তাহারা সাধ্যানুসারে পরস্পরের আনুকূল্য ও উপকার করিতে পারে; এই নিমিত্ত শৈশবাবধি সৌভ্রাত্ররূপ মহামূল্য রত্নের উপার্জনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার

এই সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বিত্ত, পদ প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

নিকৃষ্টের কর্ত্তব্য, আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তিদিগের সমাদর ও মর্যাদা করে। কিন্তু কাহারও নিকট নিতান্ত নম্র অথবা চাটুকার হওয়া অনুচিত। মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন, আপন মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা, কোন ক্রমেই বিধেয় নহে; লোক তাদৃশ পুরুষকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করে।

প্রধানেরও কর্ত্তব্য, নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাহাদিগের ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা উচিত। যাহার যেমন পদ, তাহার তদানুযায়ী মর্য্যাদা করা আবশ্যক। নিকৃষ্টকে যেমন প্রধানের সমাদর ও মর্যাদা করিতে হয়, নিকৃষ্টের প্রতি সেইরূপ করা প্রধানেরও অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি কোন প্রধান পদারূঢ় ব্যক্তি নিকৃষ্টকে হেয় জ্ঞান করেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, তিনি তাদৃশ প্রধান পদের নিতান্ত অযোগ্য। আর নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যদি অকারণে প্রধান পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের দ্বেষ করে অথবা কুৎসা করিয়া বেড়ায়, তাহাতেও ইহা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়, সে ব্যক্তি নীচপ্রকৃতি ও অসূয়াপরবশ।

যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক, অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের কর্ম করে, তাহাতে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের কর্ত্তব্য, স্বীয় প্রভুর কার্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান করে। প্রভুরও কর্তব্য, ভৃত্যের প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন। ভৃত্যের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে, সে সন্তুষ্ট চিত্তে ও সুচারুরূপে প্রভুর কার্য নির্বাহ করে। কিন্তু তিনি কার্কশ্য প্রয়োগ অথবা প্রভুত্ব প্রদর্শন করিলে, সেইরূপ হইবার বিষয় নহে। প্রভুর সৌজন্য দেখিলে, ভৃত্যেরা প্রভুভক্ত ও প্রভুকার্য্য সম্পাদনে একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠে। প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে।

পরিশ্রম

আমাদিগের আজীব, আরাম সৌকর্য্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক, পৃথিবীতে তৎসমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি আছে কিন্তু মনুষ্যের কায়িক পরিশ্রম ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু কোন মতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন ও ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে না। শ্রমসাধ্য কৃষি ব্যতিরেকে শস্য জন্মে না। ভূগর্ভ হইতে ধাতুখনন ও তদ্দ্বারা গৃহসামগ্রী নির্মাণ, বিনা শ্রম সম্পন্ন হয় না। পরিশ্রম না করিলে শণ, ঊর্ণা ও কার্পাস হইতে বস্ত্র হয় না। এই সমস্ত ব্যাপার দ্বারা অর্থলাভ হয়। অর্থ জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। অতএব

যে ব্যক্তি ইচ্ছানুরূপ অশন, বসন ও প্রয়োজনোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার আলস্য ত্যাগ ও পরিশ্রম অবলম্বন করা উচিত; তদ্ব্যতিরেকে অর্থাগমের উপায়ান্তর নাই।

যে দেশের লোক শ্রমবিমুখ হইয়া কেবল যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল অথবা মৃগয়ালব্ধ ফলমূল অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে তাহারা অসভ্য। আমেরিকার ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী লোক ও কাফ্রিজাতি অদ্যাপি এই অবস্থায় আছে। তাহারা অতিকষ্টে কালযাপন করে, উত্তমরূপ ভক্ষ ও পরিধেয় পায় না এবং অসময়ের নিমিত্ত কোন সংস্থান করিয়া রাখে না, এজন্য সর্বদাই ভূরি ভূরি লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

কিন্তু যেখানকার লোকেরা পরিশ্রম করে, তত্রত্য লোকের অবস্থা অনেক অংশে উত্তম। পশুপালন, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা তাহারা যেরূপ স্বাচ্ছন্দে কাল যাপন করে, তাহা অসভ্য জাতির স্বপ্নের অগোচর। ফলত, যে জাতি যেমন পরিশ্রম করে তাহাদের অবস্থা তদনুসারে উত্তম হয়; পৃথিবীর মধ্যে জর্মন, সুইস, ফরাসি ওলন্দাজ ও ইংরেজ এই কয়েক জাতি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী, এই নিমিত্ত ইহাদিগের অবস্থাও সকল জাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে, তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অপ্রতুল। যে ব্যক্তি শ্রম করে সে কখন কষ্ট পায় না, প্রত্যুত স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে। ফলত যে যেমন পরিশ্রম করে, তাহার তদ্রূপ সুখ সমৃদ্ধি লাভ হয়।

সংসারের যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য; সুতরাং শ্রম ব্যতিরেকে সে সকল বস্তু লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখলাভ হয় না; কিন্তু সাতিশয় পরিশ্রম করাও অবিধেয়; যেহেতু তদ্বারা শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যায় ও রোগ জন্মে। প্রতিদিন দশঘণ্টা পরিশ্রম করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন

মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য আপন জীবিকা নির্বাহ ও প্রাধান্য প্রাপ্তি বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় উদ্যোগ ও উৎসাহকে একমাত্র উপায় স্বরূপ অবলম্বন করেন। অশন, বসন অথবা অন্যবিধ অভিলষণীয় বস্তু লাভ বিষয়ে অন্যের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকা কদাচ উচিত নহে। আবশ্যক সমুদায় দ্রব্য পরিশ্রমলভ্য; সুতরাং পরিশ্রম করিলেই অনায়াসে সকল বস্তু লাভ করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ পরিশ্রম ভিন্ন জীবিকা নির্বাহ ও সাংসারিক সুখসম্ভোগের স্থির উপায় আর কিছুই নাই।

অতএব শৈশবাধি এরূপ অভ্যাস করা অতি আবশ্যক যে, কোন বিষয়ে অন্যের সাহায্যে অপেক্ষা করতে না হয়। বালকদিগের স্বয়ং বস্ত্রপরিধান, স্বয়ং মুখপ্রক্ষালন ও

স্বহস্তে ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করা উচিত, জননী অথবা দাসদাসীগণ নিয়ত ঐ সকল ব্যাপার নির্বাহ করিবেক এমন আশা করিয়া থাকা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। বাল্যকালে পরম যত্নে বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানোপার্জন সর্বতোভাবে কর্তব্য; তাহা হইলে সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া অনায়াসে স্ব স্ব জীবিকা নির্বাহ করিবার কোন ভাবনা থাকে না। যে ব্যক্তি অন্যের উপর অধিক নির্ভর না করিয়া স্বীয় পরিশ্রমাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, সে সর্বলোকের প্রিয় ও আদরণীয় হয়। ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, আর সকলেই পরিশ্রম করিবেক, কেবল আমি সকলের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ও হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়াও, অলস হইয়া বসিয়া থাকিব; এবং অল্প পরিশ্রমে যাহা লাভ করিতে পারা যায় এমন বিষয়ের নিমিত্তেও অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিব।

আমরা আপন কর্ম স্বহস্তে করিলে যত উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবেক, অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে যেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে; হয় ত সম্পন্নই হইবেক না। অতএব আমরা স্বয়ং যে কর্ম নিষ্পন্ন করিতে পারি, অন্যের উপর সে বিষয়ের ভার সমর্পণ করা কদাচ উচিত নহে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

ইচ্ছা করিয়া আপদে পড়িতে যাওয়া অতি নির্বোধের কর্ম। কিন্তু আপদ পড়িলে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অনাকুলিত চিত্তে তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা উচিত। আমরা যত ইচ্ছা সাবধান হই না কেন, জন্মবচ্ছিন্নে যে কখন কোন আপদে পড়িব না এমন আশা করিতে পারা যায় না। আমাদের পরিধান বস্ত্রে ও বাসগৃহে আগুন লাগিতে পারে, এবং ঘটনাক্রমে আমাদের জলমগ্ন হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। এই সকল অবস্থা ঘটিলে আমাদের শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিতে পারে; আর তেমন তেমন প্রাণনাশেরও আটক নাই। কিন্তু বিপদ্ পড়িলে যদি আমরা বিবেচনা পূর্বক স্থির চিত্তে আত্মরক্ষার উপায়চিন্তনে তাৎপর্য হই, তাহা হইলে তাদৃশ অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

বিপদ্ পড়িলে কতকগুলি লোক ভয়ে এমন অভিভূত ও হতবুদ্ধি হইয়া যায় যে, তাহারা আত্মরক্ষার কিছু মাত্র উপায় করিতে পারে না। এইরূপ হইলে বিপদের নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে। বিপদকালে কাতর না হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সেই সময়ে স্থির ও সতর্ক থাকা উচিত; তাহা হইলে উপস্থিত অমঙ্গল অতিক্রম করিবার যদি কোন উপায় থাকে তাহা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে পারা যায়। ইহাকেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কহে। এই গুণ সর্বদা সর্বপ্রশংসনীয়।

যদি কখন কাহারও কাপড়ে আগুন ধরে, তাহা হইলে অন্যের সাহায্যার্থে দৌড়িয়া বেড়ান উচিত নহে। দাঁড়াইয়া থাকিলে অথবা দৌড়িয়া যাইলে বস্ত্র অতি শীঘ্র দগ্ধ হয় ও ত্বরায় দেহ দাহ করে। এ সময়ে ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া উচিত; এরূপ করিলে

তত শীঘ্র দাহ হইতে পারে না। যদি ঐ সময়ে এক খান সতরঞ্চ অথবা গালিচা গায়ে জড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্বাণ হয়।

যদি কোন ব্যক্তি দৈবাৎ জলে মগ্ন হয় আর সন্তরণ না জানে, তাহার ভাসিয়া উঠিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে। তখন কেবল স্থির হইয়া ও নাড়ী সকল বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকা আবশ্যক। শরীর জল অপেক্ষা লঘু; সুতরাং যদি অতি ব্যাকুল হইয়া হস্তপদাদি নিক্ষেপ না করে, তবে শরীর অবশ্যই জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে ও সেইখানেই থাকিবে, কখনই মগ্ন হইবে না।

বিনম্র

যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহে উপহাস্যাস্পদ হয়। আমাদিগকে আপনাকে সামান্য জ্ঞান করা উচিত, এবং লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমরা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করি। আর অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিনীত হওয়া কর্তব্য। ইহা অতি যথার্থ কথা যে বিনয় সদ্‌গুণের শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু যথার্থ সদ্‌গুণও আত্মশ্লাঘা সহকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়। আর আমাদিগের যে সকল বিদ্যা, গুণ, অথবা পদ নাই, যদি আমরা উহা আছে বলিয়া লোকের নিকট ভান করি, তাহা হইলে, আমাদিগকে আরও উপহাস্যাস্পদ হইতে হয়। যেহেতু আমাদের ঐ সকল ভান অমূলক বলিয়া লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। লোকে নির্গুণ ব্যক্তিকে যত অবজ্ঞা ঘৃণা করে, নির্গুণ হইয়া গুণ আছে বলিয়া ভানকারী ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অবজ্ঞা ও অধিক ঘৃণা করে।

অনেক এরূপ রোগ আছে যে, আপনার সিদ্ধান্তকে অখণ্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই মহৎ রোগের প্রতিকারে সযত্ন হওয়া অতি কর্তব্য। আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে পারে; আর আমাদিগের সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্ত বোধ করিলেও বাস্তবিক ভ্রমাত্মক হইবার আটক কি। সকলেরই বিশেষ বিশেষ মত আছে, এবং সকলেই আপন আপন মত অভ্রান্ত বোধ করিতে পারে। অতএব সকলেরই মত ভ্রান্তিমূলক কেবল আমারই প্রামাণিক ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার ভুল হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট

সুবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ১৫ই আগস্ট, কর্শিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ সেনাসম্পর্কীয় অতি সামান্য কর্মে নিযুক্ত হন,

কিন্তু স্বভাবতঃ যুদ্ধবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকাতে ক্রমে ক্রমে অতি প্রধান পদে অধিরোহণ করেন। ফ্রান্সের লোকেরা তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে স্বদেশের সম্রাট করিল। কিন্তু তাঁহার দূরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না, সুতরাং ফ্রান্সের সম্রাট পদ প্রাপ্তিতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিবেন; তদনুসারে ইউরোপে প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করেন এবং একে একে অনেক রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া সেই সেই রাজার রাজ্য আপন বশে আনেন।

ইউরোপের রাজারা এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া সকলে ঐকামত অবলম্বন পূর্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। অতঃপর নেপোলিয়ন্ পরাজিত হইতে লাগিলেন। যত রাজা জয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলই হারাইলেন। পরিশেষে বিপক্ষেরা তাঁহাকে দ্বীপান্তরে লইয়া গিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। তিনি অতি সামান্য কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে স্বদেশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ইউরোপ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাকেও দুরাকাঙ্ক্ষা দোষে শেষদশায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি যদি সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে, যাবজ্জীবন অকণ্টকে সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

banglainternet.com